দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

সর্ষের মধ্যেই ভূত

শিক্ষকরাই নকল করছে রোধ করবে কে?

সিলেট ব্যুরো

খোদ শিক্ষকরাই নকল করে পরীক্ষা দিচ্ছে। নকলের স্তূপ, পরিষ্কার করতে গুনতে হচ্ছে হাজার টাকা। নকলের মহোৎসবেও পরীক্ষায় অংশ নেয় অনেক প্রশিক্ষণার্থী। শিক্ষকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। নকলের এই উৎসব চলছে প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট সিলেট পিটিআই-এ। চোখের সামনে নকলের অপতৎপরতা হলেও কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড) ২০০৬-০৭ সালের শিক্ষাবর্ষে সিলেট বিভাগের প্রায় দুই শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক অংশ নেয়। পরীক্ষায় সিলেট বিভাগের সরকারি-বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকরাই পরীক্ষার্থী। ১৪ জুন শুরু হয়ে ২৮ জুন পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক পরীক্ষার্থী জানান, পিটিআই কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস করায়নি। দেয়নি নির্দেশনা। ফলে তাদের উদাসীনতাই পরীক্ষায় নকল চলছে। ১৪ জুন পরীক্ষার প্রথমদিন বাংলা বিষয়ে বিয়ানীবাজার উপজেলার প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক মাহমুদ আহমদ, কানাইঘাট উপজেলার প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ইসমাইল আহমদ হাতেনাতে নকলসহ ধরা পড়েন। নকল নিয়েই শেষ। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ। ১৭ জুন ইংরেজী বিষয়ে অসৎ উপায়ে অবলম্বনের দায়ে বালাগঞ্জ উপজেলার সহকারী শিক্ষক লালমোহন দাস ধরা পড়েন। এর পরদিন পরিবেশ-পরিচিতি সমাজ বিষয়ে অসৎ উপায়ের দায়ে ধরা পড়েন কানাইঘাট উপজেলার প্রশিক্ষণার্থী আব্দুল ওয়াদুদ। তাকেও বডসাইন নিয়ে ছেড়ে দেন কর্তব্যরত শিক্ষক। ২১ জুন বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠন ও কৌশল-নীতি বিষয়ে পরীক্ষার সময় ধরা পড়েন বালাগঞ্জ উপজেলার প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক সুন্না বেগম ও সংকর লাল সেন। তাদেরও নকল কেড়ে নিয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। সূত্র জানায়, পরীক্ষা পরিদর্শনের খবর ক্যাম্পাসে পৌঁছলেই কর্তৃপক্ষ পূর্বেই জানিয়ে দেন প্রশিক্ষণার্থীদের। সতর্ক হয়ে যান পরীক্ষার্থীরা। পিটিআই'র স্বার্থে কর্তৃপক্ষ ওপর মহলের নজর এড়িয়ে নিতে তৎপর। গত বছর পিটিআই-এ ১১ জন পরীক্ষার্থী নকলসহ ধরা পড়ে, যা বাংলাদেশের সকল পিটিআই সাপেক্ষে সিলেট পিটিআই খারাপ চিত্র। এদিকে, ক্ষোভ প্রকাশ করে নকলবিরোধী প্রশিক্ষণার্থীরা নকল মহোৎসবের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক একেএম ইব্রাহীমকে দায়ী করেছেন। তারা বলছেন, নকল বর্জনে যখন জিহাদ চলছে, তখন শিক্ষকরাই নকলে জড়িয়ে আছে। তাহলে শিক্ষার্থীরা এ সকল শিক্ষকদের কাছ থেকে ভাল কি আশা করতে পারে। জানা যায়, পিটিআইএ'র বাথরুমগুলোতে পরীক্ষার্থীরা নকলের স্তূপ জমা করেছে। নকলের এই স্তূপ পরিষ্কার করতে হাজার টাকা খরচ করেছে কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষার্থীরা নকলের মহোৎসব স্বচক্ষে দেখতে আকস্মিক অভিযানের দাবি করেছেন।